Class 10 April 25, 2020

অনলাইন প্রস্তুতিমূলক শ্রেণি কার্যক্রম-৩

নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

১ম অধ্যায় (পূর্ব বাংলার অন্দোলন ও জাতীয়বাদের উত্থান)

পরিচ্ছেদ: ১.৩ (সামরিক শাসন ও পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন)

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন। তিনি যে পদক্ষেপগুলো নেন তা হলো:

- পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান করে সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন
- ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন
- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়
- রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়
- মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়

জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খান

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যেসব পদক্ষেপ নেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৌলিক গণতন্ত্র-

- মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চারটি স্তর ছিল: (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) এবং তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল। ইউনিয়ন কাউন্সিল এই ৪টি স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন। বারশ থেকে পনেরশ ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বা Basic Democracy Member বা সংক্ষেপে বিডি মেম্বার নামে অভিহিত হন। উভয় প্রদেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ বিডি মেম্বারের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এসব মেম্বারগণ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের Electoral College বা ভোটারে পরিণত হন।

  এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠি সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ আইয়ুব খানের সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এই ব্যবস্থায় বিডি মেম্বারগণ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, এমপি, এমএলএ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করায় রাজনীতিতে জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। ফলে এই ব্যবস্থা জনগণের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য হয়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকে-

- অর্থনৈতিক বৈষম্য:

  ১৯৪৮-৫০ সালে পূর্ববাংলা Rs ৬২২ মিলিয়ন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে যাত্রা শুরু করে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান Rs ৯১২ মিলিয়ন নিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭-৫৮ সালে গিয়ে পূর্ব বাংলার বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য'র ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ছিল Rs ৩,৬৩৬ মিলিয়ন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল Rs ৩০৪৭ মিলিয়ন। স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক বেশী। এই ধারাবাহিকতা প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। (উৎস: পাকিস্তানী সংবাদপত্র ডেইলি টাইমস এ ২৩ ডিসেম্বর,২০১১)

সারনি ১ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা অর্থ

	পূর্ব বাংলা (কোটি রুপি)	পশ্চিম পাকিস্তান (কোটি রুপি)
১৯৪৮-১৯৫০	২৫	৮৮
১৯৫০-৫৫	৫২৪	১১২৯
১৯৫৫-৬০	৫২৪	১৬৫৫
১৯৬০-৬৫	১৪০৪	৩৩৫৫
১৯৬৫-৭০	২১৪১	৫১৯৫ *
মোট	৪৬১৮(২৮.৭৯%)	১১৪২২ (৭১.২১ %)

Source: Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1970–75, Vol. I, published by the planning commission of Pakistan.

ব্যয় রাজস্ব আয়ের % হিসাবে		
বছর	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	১৬৪.৮২	৮৩.২৫
১৯৪৮-৪৯	১৬৯.৭৩	১৯.৬৮
১৯৪৯-৫০	২২৩.০০	৭.৯৯
১৯৫০-৫১	১২৭.৯০	১৭.৪৮
১৯৫১-৫২	১৫৯.৩২	০.৪৩
১৯৫২-৫৩	১৪৪.৫৫	৯৭.৯৫
১৯৫৩-৫৪	৯৪.১২	২.৩৩
মোট	১৪৬.৭০	২৬.২৫

- অর্থনৈতিক বৈষম্য:

সারণী- ৭ : ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ

ব্যয়ের খাত	পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের শতকরা হার
আর্থিক সাহায্য	১০,০০০	১,২৬০	১১.২
মূলধন ব্যয়	২,১০০	৬২০	২২.৮
অনুদান	৫৪০	১৮০	২৫.০
শিক্ষাখাত	১,৫৩০	২৪০	১৩.৩
বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ	৭৩০	১৫০	১৭.০
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	৪,৬৫০	১০০	২.১
মোট	১৯,৫৫০	২,৫৫০	১০.২

উৎস : Safar A. Akanda, *op.cit*, p.176 Table XXIII.

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে প্রদেশদ্বয়ের উন্নয়ন খরচ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার যেখানে মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে, সেই একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে

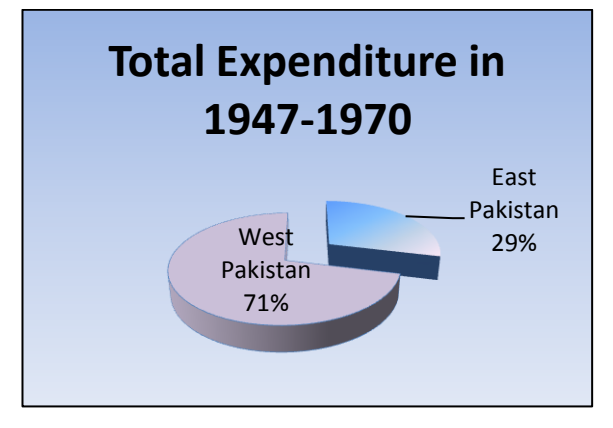

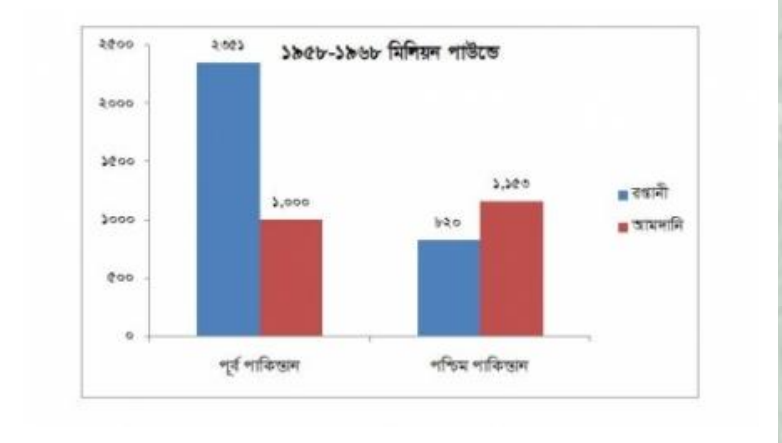

- প্রশাসনিক বৈষম্য:

সারণী-২ : ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

পদ	১৯৫৫ সালে			১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার	১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী		
সেক্রেটারি	১৯	১৯	×	০.০	১৪.০
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৪১	৩৮	৩	৭.৩	৬.০
ডেপুটি সেক্রেটারি	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫	১৮.০
আন্ডার সেক্রেটারি	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০	২০.০
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯	?

উৎস : Safar A. Akanda *op.cit*, P. 121; Verninder Grover (ed.) *Encyclopaedia of SAARC Nations*, New Delhi. 1997

সারণী-১ : ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থান

	পদের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১.	সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
২.	অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সকল সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৩.	চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যানবৃন্দ পরিকল্পনা কর্মকমিশন	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৪.	চেয়ারম্যানবৃন্দ : পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ১৯৬২ পর্যন্ত	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৫.	চেয়ারম্যান ও প্রশাসকবৃন্দ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৬.	১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৭.	পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীবৃন্দ	কেউ না	সব সময়

উৎস : Safar A. Akanda, *East Pakistan and Politics of Regionslism*, unpublished Ph.D. Thesis. University of Denver. 1970 P.116. footnote-23.

- প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য:

সারণি ২ : সামরিক-বেসামরিক চাকরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য

পদের নাম	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় বেসামরিক চাকরি	৮৪%	১৬%
বৈদেশিক চাকরি	৮৫%	১৫%
স্থল বাহিনী	৯৫%	৫%
নৌ বাহিনী (কারিগরি)	৮১%	১৯%
নৌ বাহিনী (অ-কারিগরি)	৯১%	৯%
বিমান বাহিনী (বৈমানিক)	৮৯%	১১%
সশস্ত্র বাহিনী	৫,০০,০০০ (৯৬.১৫%)	২০,০০০ (৩.৮৫%)

সারণি ৩- সারণি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দুই অংশের অবস্থান

পদের নাম	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সেনাবাহিনী প্রধান	২৪	০
বিমান বাহিনী প্রধান	২৪	০
নৌ বাহিনী প্রধান	২৪	০
অর্থমন্ত্রী	২৪	০
পরিকল্পনা মন্ত্রী	২৪	০
প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মচারি	৩,৭৬৯	৮১১

সারণি ৮

পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল—শতকরা কতজন বাঙালি

বিষয়		সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী	নৌবাহিনী
১.	সামরিক সংস্থাপন (১৯৬৩) (ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
	(খ) জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার	৭.৪		
	(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার		১৩.২	
	(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক	৭.৪	২৮.০	
	(ঙ) শাখা অফিসার			৫
	(চ) চিফ পেটি অফিসার			১০.৪
	(ছ) পেটি অফিসার			১৭.৩
	(জ) লিডিং সিম্যান ও তার নিচে			২৮.৮
২.	আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		পূর্ব	পশ্চিম
	কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে প্রথম শ্রেণির অফিসার		১৭০	৬৩১
	পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য $\left(\frac{WP-EP}{EP} \times 100\right)$			২৭১
৩.	ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯)			১১% (স্থির পরিসম্পদের শতকরা হিসাবে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দু মিলিয়ে

www.songramernotebook.com

উৎস : (১ ও ২) জাহান ১৯৭১, (৩) পাপানেক, ১৯৬৭।

- সামাজিক বৈষম্য:

সারণি ৪- সামাজ কল্যাণ মূলক প্রেক্ষাপট

জনসংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
মোট জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লক্ষ (৪২.৩০)	৭ কোটি ৫০ লক্ষ (৫৭.৭০)
মোট হাসপাতালের বেডের সংখ্যা	১২,৭০০ (৬২.৫৬%)	৭,৬০০ (৩১.৪৬%)
মোট ডাক্তারের সংখ্যা	২৬,০০০ (৮১.২৫)	৬,০০০ (২০.৭৫%)
পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রও	৩২৫ (৭৮.৬৯%)	৮৮ (২১.৩১%)
শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রও	৮১ (৬০.৯০%)	৫২ (৩৯.১০%)

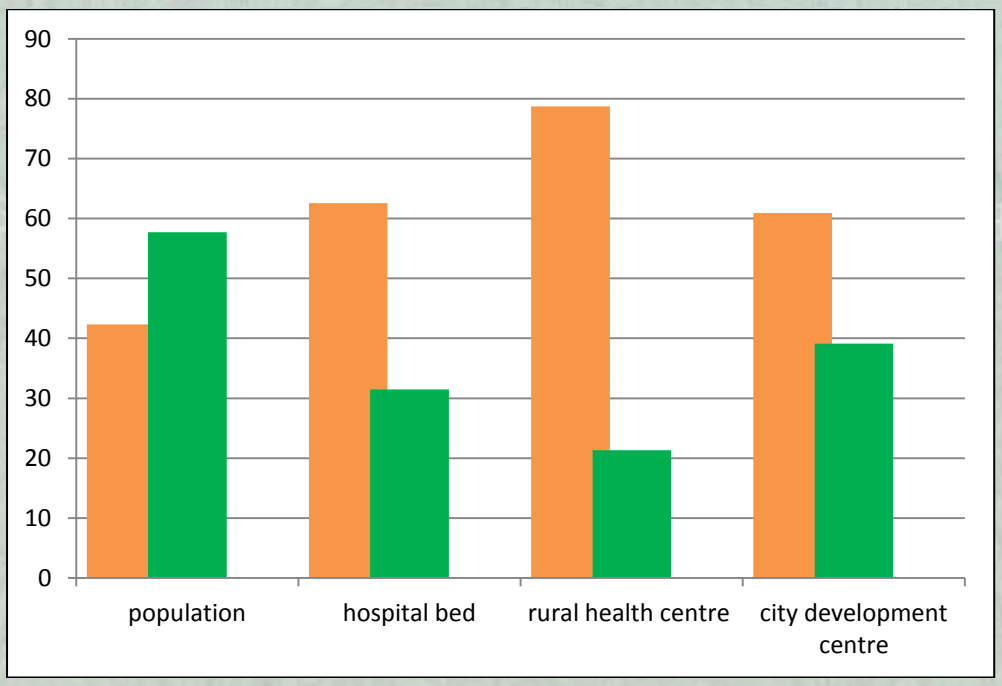

ড.শাফিয়া আফরোজ সরওয়ার